সমন্বিত অভিযান প্রতিবেদন

গত ২৯-১২-২০২৫ তারিখ রোজ সোমবার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ; বিএসটিআই; কৃষি বিপণন অধিদপ্তর; ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; উপপরিচালকের কার্যালয়,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,ঢাকা; জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,ঢাকা ও জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে ধানমন্ডি ২৭ এ অবস্থিত "মিনাবাজার" এ সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে মাছ, মাংস, মুরগি, শাকসবজি এবং মুদি দোকানে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়: অসুস্থ /রোগাক্রান্ত পশুর কলিজা বিক্রি করা হয় যেটা স্বাস্থ্যের জন্য অনিরাপদ ও ক্ষতিকর। মুরগির গিলা,কলিজা অপরিষ্কার অবস্থায় বিক্রির জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বিড়ালের খাদ্য হিসেবে বিক্রয়কৃত মুরগির পা এ রক্ত জমে ছিলো,, যা অস্বাস্থ্যকর। সংরক্ষিত প্রায় দুই কেজি গরুর কলিজা অসুস্থ গরুর থেকে সংগ্রহ করা হয়, যা স্পটে শনাক্ত করা হয়। কসাইখানা নোংরা ও অপরিষ্কার অবস্থায় পাওয়া যায়। মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কক্ষে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয় নাই। যেমন কর্মীরা মাস্ক,এপ্রন,হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করেনি। এমনকি অপরিস্কার নোংরা জায়গায় মাছ-মাংস প্রক্রিয়াকরণ করা হয়,, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুকিপূর্ণ।

ত্রুটির প্রমানকঃ

চিত্র-১ অসুস্থ গরুর কলিজা শনাক্তকরণ।

চিত্র-২ চিংড়িতে বেশি পানির ব্যবহার।

চিত্র-৩ মেয়াদবিহীন পন্য (চিকেন বল) শনাক্তকরণ।

চিত্র-৪ সমন্বিত অভিযান এর টিম

উক্ত অভিযানে উপপরিচালক(উপসচিব) এ এইচ এম আসিফ বিন ইকরাম, বিএফএসএ নেতৃত্ব প্রদান করেন। অভিযানে জনাব বি. এম রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব); জনাব ডাঃ সারাহ তাসনুভা প্রীতি, ভেটারনারি সার্জন, মেট্রো প্রাণী সম্পদ দপ্তর, ঢাকা; জনাব সাদিয়া ইয়াসমিন রিপা, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার; জনাব মো: আসলাম উদ্দিন, মনিটরিং অফিসার, বিএফএসএ; জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি বিপনণ অধিদপ্তর; জনাব মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন,

সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস, ঢাকা; জনাব বোরহান উদ্দিন, ফিল্ড অফিসার (সি এম), বি এস টি আই, ঢাকা, জনাব মোঃ রুহুল আমিন, ভি এফ এ; জনাব ফয়সাল আজাদ, ফুড এন্ড স্যানিটেশন কর্মকর্তা; জনাব আসলাম ভুইয়া, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সুপারিশঃ উপরিউক্ত বিষয়গুলো সংশোধন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক আগামী ৩০ দিনের মধ্যে খাদ্য ব্যবসায়ী/কর্মীদের করণীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ে সংশোধন না করলে পরবর্তী অভিযানে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক করা হয়। এসময় খাদ্য ব্যবসায়ী/কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত লিফলেট, পোস্টার বিতরণ করা হয়।